22

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 OCT 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ৮

ঢাবির সহিংস ঘটনায় বিভিন্ন মহলের ইন্ধন ছিল

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন প্রধান

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনায় বিভিন্ন মহলের ইন্ধন ছিল বলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন প্রমাণ পেয়েছে। গতকাল সোমবার কারাবন্দি দুই শিক্ষক ও ছাত্রনেতার সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে কমিশন প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়ে বলেন, গত ২০ আগস্টের ঘটনাটি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। ঘটনার জন্য শিক্ষক-ছাত্রদের এককভাবে দোষ দেয়া যাবে না। পরবর্তীকালে ঘটনাটি বিভিন্ন মহলের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তিনি বলেন, শিক্ষকদের সাক্ষ্যের সঙ্গে অন্যদের সাক্ষ্যের কিছু অমিল দেখা গেছে। সাক্ষ্যদাতাদের প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে ১০০ জনের সাক্ষ্য নেয়া হবে।

তিনি আরো বলেন, ঘটনার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে সেনা সদস্য ও শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যকার যে আলোচনা হয়েছিল, সেটির সঙ্গে ঘটনার কোন যোগসাজশ (১৫শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবির সহিংস ঘটনায়

(প্রথম পৃঃ পর)

আছে কিনা বলা যাচ্ছে না। তবে অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ও ছাত্রদলের সভাপতি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বলে দাবি করেছেন।

সকালে কমিশনের কাকরাইলের সার্কিট হাউজে কারাবন্দি দুই শিক্ষক ও ছাত্রনেতা সাক্ষ্য দেন। পৌনে ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হারুন অর-রশিদ সাক্ষ্য দেন। ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ২টা পর্যন্ত কমিশন প্রধানের কাছে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। সর্বশেষে ২টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত কমিশন ছাত্রদলের সভাপতি আজিজুল বারী হেলালের সাক্ষ্য নেন।

কমিশনের প্রধান আরো বলেন, অধ্যাপক হারুন অর-রশিদ শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদ ও সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষক সমিতি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা শিক্ষকদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল। শহীদ মিনারের সমাবেশে দু'জন শিক্ষক বক্তব্য রাখেন। সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করায় তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন বলে কমিশনকে জানান।

কমিশন প্রধান বলেন, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক নিজেকে একজন মানবাধিকার কর্মী হিসাবে দাবি করেছেন। তিনি ঘটনায় জড়িত ছিলেন না বলে জানান।

আজিজুল বারী হেলাল বলেছেন, আমাকে যে কারণে গ্রেফতার করা হয় পরবর্তীতে তা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কিন্তু অন্য আরেকটি মামলায় গ্রেফতার করা হয়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরকে হেলাল ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেন বলে কমিশন প্রধান জানান।

কমিশন ২৪তম কার্যদিন শেষে কারাবন্দি শিক্ষক ও ছাত্রনেতাসহ এ পর্যন্ত ৮৬ জনের সাক্ষ্য নিয়েছে। ৫ অক্টোবর পর্যন্ত কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে। এদিকে কমিশন আগামী ৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ ও সাবেক উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। এর আগে ৩ অক্টোবর এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম ও অধ্যাপক মাহফুজুর রহমানের সাক্ষ্য নেবে কমিশন।